০৪-১১-১৬ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - এই জ্ঞান-মার্গের দিশা খুবই উন্নত স্তরের। তাই অযথা নিজের অমুল্য সময়কে নষ্ট না করে, সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করো।"

প্রশ্ন :- বাচ্চাদের চড়তী কলায় (আরোহণের সোপানে) না উঠতে পারার মুখ্য কারণগুলি কি কি ?

উত্তর :- জ্ঞান-মার্গে চলতে থাকা বাচ্চাদের যদি সামন্যও অহংকার আসে, সে নিজেকে খুব চালাক বুদ্ধিমান মনে করে, মুরলী পড়া বাদ দেয়, ব্রহ্মা বাবাকে অবজ্ঞা করে- তবে সে ক্ষেত্রে তারা কখনও চড়তী কলার উন্নতির সোপানে উঠতেই পারে না। সাকার (ব্রহ্মাবাবা) বাবার হৃদয়ে স্থান না পেলে নিরাকার (শিববাবা) বাবার হৃদয়েও তার স্থান হয় না।

গীত :- লাখ্ জমানে বালে .... (এই দুনিয়ার হাজার হাজার মানুষ .....।)

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা তোমরা তো গীত শুনলে। তাই তোমরাই বলতে পারবে, কেউ তোমাদের সংশয় (দ্বিধা) বুদ্ধির বানাতে চাইলে, যা কিছুই বলুক না কেন, যা কিছুই করুক না কেন- তোমরা কোনও কারণেই সংশয়-বুদ্ধির হবে না। যতই নানা প্রকারের নানান উল্টো-পাল্টা কথা বলুক, তবুও তোমরা বলবে- তোমাদেরকে কেউ সংশয় বুদ্ধির বানাতে পারবে না। তোমরা কেবল এই বাবার শ্রীমত অনুসারেই চলবে। বাবা রোজই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর বোঝাতে থাকেন। যেমন, সত্যযুগের শুরুতে জনসংখ্যা থাকে ৯ লাখের মতন। তবে তো অবশ্যই আর বাকী যত সব মানুষ, তাদের বিনাশ হতেই হবে। যারা বুদ্ধিমান তারা ঈশারাতেই এই কথার মর্মার্থ বুঝে যাবে যে, চিরাচরিত সেই যুদ্ধের দ্বারাই এত অনেক ধর্মের বিনাশ ঘটিয়ে এই ভাবেই মাত্র একটিই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। যারা দৈব গুণের উপযুক্ত হবে, কেবল তারাই মানুষ থেকে দেবতা হবে। এই বাবা ছাড়া আর কেউ-ই মানুষ থেকে দেবতা বানাতে পারে না। অতএব বাচ্চাদের স্মরণে থাকা দরকার, তাদের আপন ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে, কিন্তু মায়া বারে বারে তা ভুলিয়ে দেয়। তাই এখন থেকেই বাবাকে স্মরণ করতে থাকো -- সতোপ্রধান হওয়ার জন্য। যুদ্ধ যে কোনো সময় চরমে উঠতে পারে , তখন কোনো নিয়মে চলবে না। এক একটা যুদ্ধের আকার এতই ভয়ঙ্কর রূপ নেয় যে, তা বন্ধই হতে চায় না। একে অপরের প্রতি লড়তেই ব্যস্ত থাকে। তাই বিনাশের আগেই আমরা অবশ্যই স্মরণের যোগের দ্বারা নিজেদেরকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করবো। এই স্মরণের যোগ যাত্রার সময়েই মায়া যত বিঘ্ন ঘটায়। তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকে রোজই বলেন- এর জন্য চার্ট বা তালিকা লিখে রাখতে। মাত্র দু-চার জন তা করে থাকে। বাকীরা তো যে যার নিজের ধান্দায়, চাকরী-ব্যবসায় সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকে। এছাড়াও কত প্রকার বিঘ্নের মধ্যেও কাটাতে হয় তাদের। কিন্তু তা সত্বেও বাচ্চাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে, নিজেদেরকে সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। তা সে যেখানে, যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে। অন্যদেরও তা বোঝাবার জন্য চিত্র ইত্যাদিও বানাতে হবে, যেহেতু বর্তমান জগতের মানুষেরা ১০০ ভাগই তমোপ্রধান। শুরুতে আত্মারা যখন মুক্তিধাম থেকে আসে, তখন তারা সতোপ্রধান অবস্থায় থাকে। এরপর তা সতো, রজো, তমো-তে আসতে আসতে বর্তমান সময়ে তো সবাই তমোপ্রধান অবস্থার হয়ে আছে। তাই সবাইকেই বাবার এই বার্তা জানাতে হবে যে, বাবাকে স্মরণ করলেই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবে। বিনাশ যে দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

সত্যযুগে কেবল একটি মাত্রই ধর্ম থাকে আর বাকীরা সব থাকে নির্বাণধামে। বাচ্চাদেরকে সেই চিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। চিত্রের আকার বড় হলে, স্পষ্ট ভাবে বুঝতে ও বোঝাতে সুবিধা হবে। সবাইকেই বাবার বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। এর মধ্য 'মনমনাভব' (তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত করো) শব্দটিই প্রধান। কিম্বা 'অল্ফ আর বে' (বাবা আর বাদশাহী) -র ব্যাপারে বোঝানোটাই যত কষ্টের। যা বোঝাবার জন্য জ্ঞানে পাক্কা বাচ্চার দরকার। আর তা সম্ভব যদি তোমরা সেই পরম-পিতার স্নেহের পাত্র হতে পারো। তোমাদের মনে যেন এই ভাবনাই থাকে যে, আমি বাবার সেবায় নিয়োজিত। অর্থাৎ 'খুদাই খিদমতগার' (ঈশ্বরীয় সেবক) হতে হবে। জাগতিক লোকেরা কথা বলার সময় তো কত প্রকারের শব্দই ব্যবহার করে, কিন্তু তার প্রকৃত অর্থটাই তারা জানে না। এখন বাবা স্বয়ং এসেছেন, বাচ্চাদের সেবা করতে। কত সুন্দর ভাবে কত উন্নত পর্যায়ের দেবী-দেবতায় পরিণত করেন তিনি। যেখানে বর্তমানে আমাদের এই দৈন্যদশা অবস্থা। সত্যযুগে আবার আমরা কত উন্নত সর্বগুণ সম্পন্ন আত্মায় পরিনত হবো। কিন্তু, এখনকার এই জগৎটা তো একে অপরের সাথে লড়াই-ঝগড়া করতেই ব্যস্ত। তারা তো কেউই এই খবরটাও রাখে না যে, অতি নিকটেই মহা-বিনাশ হতে চলেছে। উপরন্তু তারা ভাবে, শান্তি স্থাপন তো হবেই। বাস্তবে, তারা একেবারেই ঘোর কালো তমসায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাই তাদেরকে সেভাবে বোঝানো দরকার। বাবার এই জ্ঞানের বানী বিলেতে ও বিদেশের অন্যত্রও শোনানো উচিত। কেবল মাত্র একটাই বক্তব্য কোনও সভার মাঝে বসে বোঝাও যে, মহাভারতের যুদ্ধের মতন, মহা বিনাশের যুদ্ধও আসন্ন, যার ফলে পুরাতন পৃথিবীরও বিনাশ হবে। এই সময়ে গড় ফাদার (ঈশ্বরীয় পিতা),- উনিও ধরায় উপস্থিত হন। সুতরাং উনি অবশ্যই এখন ধরাতে ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গ স্থাপনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। শংকরের দ্বারাই কলিযুগের এই বিনাশ ঘটে। যেহেতু বর্তমান সময়টা সেই সঙ্গমের। অর্থাৎ কলির শেষ ও সত্যযুগের সূচনা কাল। তাই ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও হয় এই সময়ে। শেষ বারের জন্য তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধও বাঁধে এই সময়ে। অন্তিম বিনাশও ঘটে এই সময়ে। এখনই সবাইকে এই সব জানানো উচিত যে, একমাত্র বেহদ- অসীমের এই বাবাকে স্মরণ করতে পারলেই মুক্তিধামে পৌঁছতে পারবে। তোমরা যে যার নিজের ধর্মে থেকেও বাবাকে স্মরণ করলে, নিজের ধর্মেই উঁচু পদের প্রাপ্তি ঘটবে। বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, বেহদ-অসীমের এই বাবা তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ দিচ্ছেন প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরকে আধার করে। যা অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম - আগে নিজের ঘর থেকেই শুরু, তারপর তো আসে-পাসে, দূর-দূরান্তরে, বিশ্ব-জগতে সবাইকেই এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে। অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও বাবার পরিচয় জানাতে হবে। বাইরের জগতের সবাইকে, এমন কি রাজা-রাজরাদেরও এই জ্ঞানের বাণী শোনাতে হবে। তার জন্য নিজেদেরকে সেভাবেই প্রস্তুত করতে হবে। বাবা জানাচ্ছেন, প্রধান ও মুখ্য চিত্রগুলি হল-- ত্রিমূর্তি (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর), গোলা (সৃষ্টিচক্র), ঝাড় (কল্প-বৃক্ষ)- এগুলিকে কাপড়ের উপর বড় বড় করে ছাপিয়ে নিয়ে বাইরেও নিয়ে যেতে পারবে। বড় একটায় তা না পারলে, দুটো-তিনটে টুকরো করেও তা করতে পারো। এই জ্ঞানের পুরোটাই আছে এই ত্রিমূর্তি, ঝাড় আর গোলার মধ্যে। সিঁড়ির (৮৪ জন্মের কাহিনী) জ্ঞানও গোলার মধ্যেই এসে যায়। আর সিঁড়িকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করলে তাতে বোঝানো যায় - এই ৮৪ বার জন্ম কি ভাবে হয়ে থাকে। যেমন, চক্র-তে সব ধর্মের ব্যাপারটাই চলে আসে। সিঁড়ির চিত্রে তেমনি দেখানো আছে, কিভাবে সতোপ্রধান, তারপর সতো, রজো, তমো-তে আসে-অর্থাৎ নীচের দিকে নামতে থাকে। তাই তো বাবা বলছেন, 'মামেকম্ ইয়াদ করো'- কেবলমাত্র আমাকেই স্মরণ করতে থাকো। এ নিয়ে দিনভর ব্রহ্মাবাবার নানা ভাবনা চলতে থাকে। যদি কেউ নতুন কোনও বাড়ী নির্মান করে, সেই বাড়ীর দেওয়াল যেন যথেষ্ট উঁচু ও লম্বা হয়-

যেন সেই দেওয়ালে (৬ x ৯) ছয় ফুট চওড়া (উঁচু) ও নয় ফুট লম্বা আকারের চিত্র বানানো যায়। যার জন্য ১২ ফুটের দেওয়াল আবশ্যক। *আবার আজকাল তো নানান ভাষারও প্রচলন হয়েছে। সব ধর্মের লোকেদেরকেই তা বোঝাতে তো হবে, তাই অনেক ভাষাতেই তা বানাতে হবে। এ রকম বিশাল বুদ্ধির দ্বারা যুক্তিগুলিকে ভাবতে হবে। আনন্দ ও উৎসাহের সাথে সেবা করতে হবে। এ সবে খরচ তো কিছু হবেই। কিন্তু এর জন্য তোমাদের কারও কাছে ভিক্ষা চাইতে হবে না। কোষাগারে সে অর্থ নিজে থেকেই চলে আসবে। ঠিক যেমনটি নাটকের চিত্রপটে নির্দ্ধারিত আছে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে তা চলতে থাকলেই হলো। অবশ্য বাচ্চারা যদিও সামান্য কিছু করে, তাতেই কিন্তু তাদের এমন নেশা আসে যে, নিজেদেরকে খুব চালাক-চতুর ভাবতে শুরু করে। বাবা তখন বলেন, ১৬ আনার মধ্যে ৪ আনাও তো কেউ শিখতে পারোনি। কেউ দু-আনা, কেউ এক-আনা, কেউ আবার অনেক কষ্টে এক-পয়সার মতন শিখতে পারে। সে সবের বোধটাই যে নেই অনেকের। অনেকের তো নিয়মিত মুরলী পড়ার অভ্যাসও নেই। এভাবেই তারা তাদের নিজের ভাগ্যকে তৈরী করে। ফলে -কেউ ধনী প্রজা, কেউ গরীব প্রজা আর তা নির্দ্ধারিত হয় এখান থেকেই। কেউ কেউ আবার বাবার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, এমন কর্ম করে, নিজেদের মুখে চুন-কালি লাগায় নিজেরাই। আর নিজেই নিজের কাছে হেরে গিয়ে বাবার কাছে এসে বিলাপ করে। বাবা তখন বলেন, তুমি তো অধমেরও অধম, যা এক কাঁনা-কড়িরও যোগ্য নও তুমি। এরপর তুমি আর কি পদেরই বা অধিকারী হতে পারবে ! যেখানে বর্তমানে এখন সূর্যবংশীদের রাজধানী স্থাপনের তোড়জোর চলছে। আর যারা বাবার স্মরণে থাকে-তারা কিন্তু খুব খুশীতেই থাকে। তাদের কেবল একটা কথাই স্মরণে থাকে যে, বাবার উত্তরাধিকারী হয়ে যা পাচ্ছি, তা যথেষ্টই লাভজনক। এতেই আত্মতুষ্ট হয়ে, সবাই সমান ভাবধারায় ও নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। বাচ্চারা সবাই সমান ভাবে সেবা করতে পারে না। যারা সামান্য সেবা করে, তারাও ভাবে যে তারা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ফলে তাদের দেহ-অভিমান চলে আসে - আর তাতেই তাদের পতনও হয়। কিন্তু ব্রহ্মাবাবাকে অসম্মান করো যদি, সেক্ষেত্রে শিববাবা বলেন- তাতে ওনারও অসম্মান হয়। যেহেতু বাপদাদা (বাবা=শিব + দাদা=ব্রহ্মা) দুজনেই একত্রিত। আবার এমনও নয় যে, বাচ্চাদের সাথে শিববাবার সরাসরি যোগাযোগ হয়। আর বর্সা তো এনার (ব্রহ্মার) মাধ্যমেই পাওয়া যায়। এনাকেই তো আমাদের মনের কথা জানাতে হয় এবং উপদেশ/আদেশও এনার মাধ্যমেই পেয়ে থাকি। শিববাবা বলেন, আমি তো সাকারের দ্বারাই সেই আদেশ দিয়ে থাকি। তাই ব্রহ্মা ছাড়া শিববাবা তার বর্সা দেবেন বা কিভাবে ? আবার বাবা ছাড়া বাচ্চাদের এসব কাজ হতেও পারে না- তাই বাচ্চাদেরকেই এসব বিষয়ে খুব বেশী সতর্ক হতে হবে। তবুও অযথা অহংকারের বশে এসে অনেকেই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে। যদি তুমি তোমার মনের ভাবনায় সাকার ব্রহ্মাকে অগ্রাহ্য করো তবে তুমিও নিরাকার শিববাবার হৃদয়ে স্থান পাবে না। এরকমও তো অনেকেই আছে, যারা কখনও মুরলী শোনেই না। চিঠি-পত্রও লেখে না। সেক্ষেত্রে বাবা তাদের জন্য আর কি বা ভাববে। যেহেতু এর দিশা যে অনেক উন্নত স্তরের। তাই বাচ্চাদের সময়ের অপচয় করা উচিত নয় মোটেই। তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদেরকে মহারথী হিসাবে কল্পনা করো, তাদের তো অবশ্যই বড় বড় কার্যে সহযোগী হতেই হবে। যে কাজের দ্বারা অনেকের কল্যাণ সাধিত হবে, তা দেখে বাবা খুশী হয়ে তখন অনেক অনেক ধন্যবাদও জানাবে। প্রদর্শনীগুলিতে তো বহু লোকেরই সমাগম হয়, তাদেরকে অন্ততঃ প্রজাতেও তো আনতে পারো। বাবা এই ধরণের সেবাধারী বাচ্চাদের প্রতিও বিশেষ নজর রাখেন। এই প্রকারের ইন্দ্রসভাতে তো আসাই উচিত- যেখান থেকে সূর্যবংশী রাজা-রাণীদের তৈয়ারী করা হয়। সেবা না করলে সে (স্বর্গ-রাজ্যের) উপযুক্ত হিসাবে গন্য হয় না। নিকট ভবিষ্যতে তো তার সব কিছুই

জানা যাবে- কে কি হতে যাচ্ছে। তাই বাচ্চাদের সেরূপ আগ্রহ থাকাটা দরকার যে, আগামীতে স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছে আমি রাজকুমারই হবো। সেই নিমিত্তেই এখানে তোমরা রাজযোগ শিখতে আসো। মনোযোগ সহকারে পঠন-পাঠন না করলে, নিম্ন পদের অধিকারী হতে হবে। সেবার খবরা-খবর সময় মতন বাবার কাছে পৌঁছোতে হবে। জানাতে হবে, বাবা আমি আজ এই ধরণের সেবা করেছি। কিন্তু তোমরা যদি পত্রই না লেখো, তবে বাবা তা জানবেই বা কি করে ? কিন্তু চুপ করে থাকা মানে তো মরে থাকার সামিল। বাবার হৃদয় কেবল সেই বাচ্চাদের কথাই ভাবতে থাকেন যারা সেবায় ব্যস্ত থাকে আর অন্যদেরকে বাবার পরিচয় জানাতে থাকে। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রহ্মাকুমার কুমারীদেরকেই বর্সা দিয়ে থাকেন। যেহেতু শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। এখন তো কত অনেক ধর্মই আছে, কিন্তু দেবী-দেবতা ধর্মের যে ভিত, তা এখন অবলুপ্ত হয়েই আছে। এই অবিনাশী নাটকের চিত্রনাট্য সম্পর্ণটাই যে পূর্ব নির্দ্ধারিত। সিঁড়ির চিত্রে সব ধর্মের অবস্থান নেই। এই কারণে গোলার চিত্র দিয়েই তা বোঝাতে হবে। গোলার চিত্রে তা বিস্তারে বর্ণিত আছে। আর তার সাথে এটাও বোঝাতে হবে - সত্যযুগের দেবী-দেবতারা দ্বি-মুকুটধারী হয়ে থাকে। বর্তমান সময়কালে কারও-ই পবিত্রতার মুকুট নেই। এমন একজনও নেই যাকে আলোর মুকুট পরানো যায়। (বর্তমান সময়ে) ব্রহ্মাবাবা নিজেকেও তা পরার উপযুক্ত মনে করেন না। আমাদের পুরুষার্থ করতে হবে, সেই লাইটের মুকুট পরার উপযুক্ত হবার লক্ষ্যে। এখানে এখনকার শরীরই পবিত্র নয়। যোগবলের দ্বারা আত্মা পবিত্র হতে হতে একসময়ে তা সম্পূর্ণই পবিত্র হয়ে যাবে। যার ফলে সে মুকুটধারী হতে পারবে সত্যযুগে। সত্যযুগে হয় দ্বিমুকুটধারী আর ভক্তি-মার্গে হয় এক মুকুটধারী। আর বর্তমান সময়কালে কোনও মুকুটই থাকে না। তাই এই সময়ে পবিত্রতার সেই মুকুট কি ভাবেই বা দেখাবো তোমাদের। কোথায় বা পাওয়া যাবে সেই সেই আলোর মুকুট। জ্ঞান তো যথেষ্ট ধারণ করেছো তোমরা, কিন্তু সম্পূর্ণ পবিত্র যখন হতে পারবে, একমাত্র তখনই সেই আলোর অধিকারী হতে পারবে। সেই লাইটের আলো সূক্ষ্মবতনে অবশ্য দেখতে পাবে। যেমন মাম্মা এখন সেই সূক্ষ্মবতনে ফরিস্তা রূপে বিরাজ করছে। ওখানকার আত্মারাও এক মুকুটধারী। কিন্তু এখন তাদের সেই লাইটের মুকুট দেখা যায় না। সম্পূর্ণ পবিত্রতা আসে অনেক পরে। যোগে বসে মনোযোগ রাখলে, ওখানকার লাইট দেখা যায়। এখন কারওকে লাইটের মুকুট দিলে, কাল সে পতিত হয়ে যেতে পারে, তখন তো সেই লাইট অদৃশ্য হয়ে যাবে। এই কারণেই একেবারে অন্তিম সময়ে, যখন কর্মাতীত অবস্থায় আসবে, একমাত্র তখনই সেই লাইটের মুকুট দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ হলেই তো আত্মারা সূক্ষ্মবতনে চলে যায়। যেমন -বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট এনাদেরকে দেখানো হয়। প্রথম দিকে এইসব পবিত্র আত্মারা আসে নিজেদের ধর্মকে স্থাপন করতে, যারা সেই লাইটের অধিকারী, কিন্তু তা মুকুট বিহীন অবস্থায়। তোমরাও বাবাকে স্মরণ করতে করতে একই রকমের পবিত্র হতে পারো। স্ব-দর্শন চক্র ঘোরতে থাকলে তোমরাও রাজ্য-অধিকারীর পদ পেতে পারো। কিন্তু সেখানে কোনোও উজিরের উপস্থিতি থাকে না। এখানে তো অনেকেরই রায় নিতে হয়। যেহেতু সেখানে তো সবাই সতোপ্রধান অবস্থায় থাকে। এসব বিষয়ে অনেক বোঝার ব্যাপার আছে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদা জানায় তাদের স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা তার রুহানী বাচ্চাদেরকে জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাপদাদার আশীর্ব্বাদী বর্সা পাওয়ার লক্ষ্যে বাবার এই অতি উচ্চ কার্যে সম্পূর্ণভাবে বাবার সহযোগী হতে হবে। নিজের সেবা-কার্যের খবরা-খবর নিয়মিত জানাতে হবে বাবাকে।

২) দেহ-অভিমান ভাবে এসে কখনও অসম্মান করা চলবে না। মাদক জাতীয় উল্টোপাল্টা নেশা করা চলবে না। সময়ের অপচয় করা চলবে না। সেবার পদ্ধতির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। নিজেকে সম্পূর্ণ-রূপে সেবাধারী হিসাবে তৈরী হতে হবে।

বরদান :- ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত থেকে সর্বদা অচল আর সাক্ষী স্বরূপে থেকে নম্বর ওয়ান সৌভাগ্যশালী হও (ভব)!

ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হয়ে প্রতিটি সংকল্প, প্রতিটা কর্ম করো আর প্রতিটি কর্মের প্রতিই লক্ষ্য রাখো। এটা কেন, এটা কি -- এসব প্রশ্ন যেন না আসে, সর্বদাই যেন ফুল-স্টপ এবং নাথিং নিউ। প্রত্যেক আত্মার তার নিজের নিজের পার্টকে, খুব ভালভাবে অনুধাবন করে পার্টে অংশ-গ্রহণ করো। আত্মাদের সম্বন্ধ-সম্পর্কে যখন আসবে --তখন স্বতন্ত্রতা আর প্রেম ভাবের সমানতা থাকলে অস্থিরতা কমে যাবে। এরূপ সর্বদা অচল আর সাক্ষীভাবে থাকা - এটাই হল নম্বর ওয়ান সৌভাগ্যশালী আত্মার লক্ষণ ।

স্লোগান :- সহনশীলতার গুণকে ধারণ করলে, কঠোর সংস্কারও শীতল হয়ে যায়।